১৫ আগষ্ট সকাল; প্রথম কয়েক ঘন্টা

সকাল আনুমানিক ৬.৩০ ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫; অন্য দিনের মতই স্কুলে (ইউ ল্যাব) যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। আজকে বঙ্গবন্ধুর ঢাকা ইউনিভার্সিটি পরির্দশনের সময় আমাদের স্কুলেও কয়েক মিনিটের জন্য পরির্দশনের কথা (রাসেলের বাবা হিসাবে)। বাসায় অন্যদিনের মতই রেডিও চলছিল। সকাল ৭ টার বাংলা খবর শুনা, আব্বার অনেক দিনের পুরানো অভ্যাস।

হটাৎ রেডিও'তে শুনলাম মেজর ডালিমের সেই কুখ্যাত ঘোষনা। মেজর ডালিমের সেই প্রথম ঘোষনায় কিন্তু বঙ্গবন্ধু'কে হত্যার কথা বলা হয় নাই, শুধু মাত্র সরকার উৎখাতের কথা বলা হয়েছিল। যদিও লে. কর্নেল এম. এ হামিদ তার বইয়ে এবং আরও কিছু লেখক, লিখেছেন মেজর ডালিমের হত্যার ঘোষনার কথা! আমার মতে এই সব ভূল তথ্যের কারন, তারা কেউই নিজের কানে মেজর ডালিমের সেই কুখ্যাত ঘোষনা শুনেন নাই। সকাল ৭ টার বাংলা খবরেই প্রথম আমরা প্রথম শুনতে পেলাম "রাষ্ট্রপতি সপরিবারে নিহত হয়েছেন"।

৭৫ এর পরর্বতী কয়েক বছর বঙ্গবন্ধু হত্যা প্রসংগে কিছু প্রকাশ করা তো দূরে থাক, আলোচনা করাও অনেকটা নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৭৮ সালের দিকে আমার হাতে আসে ১৫ আগষ্ট এর উপর প্রকাশিত প্রথম বই, "মিড নাইট ম্যাসাকার ইন ঢাকা"; যা তখন আমাদের দেশে নিষিদ্ধ ছিল। এই বইটি ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং বেশ কিছু তথ্য ছিল। এর পর পরই ভারত থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আরো একটি বই, " বিক্রমাদিত্যের ডায়েরী" যা আমার মতে স্রেফ কল্পনাপ্রসূত একটি রচনা।

তারপর আশির দশকে প্রকাশিত হয় বিদেশীদের লেখা "বাংলাদেশ, আ লেগেসি অফ ব্লাড" আর "আনফিনিসড রেভ্যূলেশান" এর মত অনেক তথ্য সম্বৃদ্ধ বই। যা পরর্বতীকালে রেফারেন্স হিসাবে অনেক লেখকই ব্যাবহার করেছেন। **নব্বই দশক'এ প্রকাশিত হয়, ১৫ আগষ্টে ঢাকা সেনানিবাসে গুরুত্বর্পূন পদে র্কমরত অনেক সেনা অফিসার রচিত তথ্যর্নিভর বিভিন্ন বই। এই বইগুলিতে ১৫ আগষ্ট এর ঘটনাপ্রবাহের র্বননা দেওয়া হয়েছে। এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;**

১। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী
২। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৩। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৪। তিনটি সেনা অভ্যূথান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল এম. এ হামিদ

এই চারটি বইয়ের লেখকই ৭৫ এর ১৫ আগষ্ট ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থান করছিলেন এবং গুরুত্বর্পূন পদে র্কমরত ছিলেন। আর একটা কারন হচ্ছে এই চারজন অফিসারের কেউই এখন পযন্ত কোন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন নাই। তাই তাদের ভাষ্য মোটামুটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে শুধুমাত্র কিছু ব্যাতিক্রম ব্যাতীত।

এই ব্যাতিক্রম এর মধ্যে লক্ষনীয় দিক হচ্ছে, লে. র্কনেল এম. এ হামিদ তার বইয়ে, তদানীন্তন ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড র্কনেল শাফায়াত জামিল সম্পর্কে নিরবিছিন্নভাবে বিষদাগার করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পর পরই (সকাল ৬ টা থেকে দুপুর ১২ টা) খুনীদের বিরুদ্ধে কেন প্রতিরোধ তৈরী করা গেল না, সেই প্রসংগে। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

লে. র্কনেল এম. এ হামিদ অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে র্কনেল শাফায়াত জামিল সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টির আপ্রান চেষ্টা চালিয়েছেন এবং তার এই চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত দুইটি। এক, র্কনেল শাফায়াত জামিল এই হত্যাকান্ডের সময় রহস্যজনকভাবে (!) নিষ্ক্রিয় ছিলেন; দুই ১৫ আগষ্ট সকালে তিনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যার্থ হয়েছিলেন কারন তিনি আপোষকামী ছিলেন!!

সত্যের সন্ধানেঃ এই প্রশ্নগুলি আমার মত অনেকের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে গত বেশ কয়েক বছর ধরে। তাই ১৫ আগষ্ট সকালে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেডকোর্য়াটার এর সাথে জড়িত সব তথ্য নিয়ে আমি আমার গবেষনা শুরু করি। লে. র্কনেল এম. এ হামিদ এর বক্তব্যের সর্মথনে কোন বক্তব্যই আমি অন্য কারো ভাষ্যে খুজে পাই নাই। বরং তৎকালীন ব্রিগেড মেজর,পরর্বতীতে ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর বক্তব্যে আমরা দেখতে পাই শাফায়াত জামিল এর সত্যিকারের অবস্থান।

তাই লে. র্কনেল এম. এ হামিদ এর বক্তব্যের র্নিভরযোগ্যতা নিয়ে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহের উদ্রেক হয়। আমি আমার পরিচিত সেনাবাহিনীর গুরুত্বর্পূন পদে র্বতমানে ও অতীতে র্কমরত অনেক সিনিয়ার অফিসারদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম যে ১৫ আগষ্ট সকাল ৬ টার সময় (আনুমানিক) ঘটনা জানার পর শাফায়াত জামিল'এর একার পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল কি না?

সবারই অভিন্ন মতামত ছিল, যে কোন ইউনিট'কে শান্তি অবস্থা থেকে যুদ্ধাবস্থা'য় প্রস্তুত করতে কমপক্ষে দুইঘন্টা সময় প্রয়োজন। একই সাথে সেই সকালে কর্নেল ফারুকের নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি ট্যাংক ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড হেডকোর্য়াটার এর সামনে অবস্থান নিয়ে ফেলেছিল। একইসাথে পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসার ও সৈনিক'দের মধ্যে কয়েকজন বাদে প্রায় সকলেই এই অভ্যূথানের পক্ষে ছিলেন।

সেই সকালে আর্মি চিফ সফিউল্লাহ ছিলেন হতবুদ্ধি, ডেপুটি চিফ জিয়া'র অবস্থান ছিল, ধরি মাছ, না ছুই পানি! সেই মূহুর্তে কে শত্রু, কে মিত্র তা সত্যি বুঝার কোন উপায় ছিল না। ধীর-স্থির ও সবচেয়ে কুশলী বলে সমাধিক পরিচিত, সি জি এস, খালেদ মোশাররফের ভাষায়ও পরিস্থিতি ছিল 'সর্ম্পূন ঘোলাটে'।

পরর্বতীতে ঘটনা প্রবাহে খালেদ মোশাররফের ধারনাই যে সঠিক তা প্রমানিত হয়েছিল, খালেদ-শাফায়েত এর নিজস্ব ইউনিট বলে পরিচিত ৪ বেঙ্গলের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল আমিনুল হক ছিলেন প্রকৃতপক্ষে জিয়ার প্রতি অনুগত। ৭ নভেম্বরের পর কর্নেল আমিনুল হক পদন্নতি পেয়ে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড কমান্ডার হিসাবে নিযুক্ত হন। তাই সেই মূহুর্তে ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের একার পক্ষে, শুধু মাত্র দুইটি ইনফ্যান্ট্রি ইউনিট নিয়ে, এয়ার সার্পোট ছাড়া, ট্যাংক ও আর্টিলারীর মুখোমুখই হওয়াটা হত, চরম বোকামি ও আত্যহত্যার'ই শামিল।

ব্রিগেড মেজর,পরর্বতীতে ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন এর মতে "ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল কোন সময়ই এই হত্যাকান্ড মেনে নিতে পারেন নাই"। শুধু মাত্র সঠিক সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। পরর্বতীতে ৩রা নভেম্বরের পালটা অভ্যুথানের মূল চালিকা শক্তি হিসাবেই শাফায়াত জামিল তা প্রমান করে দেন।

ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলের অবস্থান সম্পর্কে সাখাওয়াত হোসেন এর এই বক্তব্য যে কত র্নিভূল ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমান হচ্ছে, খুনী ফারুক, রশীদ, ডালিম গং এই পররযন্ত প্রকাশিত প্রতিটি সাক্ষাতকার বা বক্তব্যে কর্নেল শাফায়াত জামিল'কে অন্ধ মুজিব ভক্ত, একরোখা, আনকম্প্রোমাইজিং বলে অখ্যায়িত করেছেন।

১৫ আগষ্টে ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড'এ র্কমরত ক্যাপ্টেন নজরুল, বীর প্রতীক (পরর্বতীতে কর্নেল নজরুল) এর মতে কর্নেল শাফায়াত জামিল চাইলেই ৩রা নভেম্বর ক্ষমতা দখল করতে পারতেন, কিন্তু তিনি সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্টা করতেই আগ্রহী ছিলেন।

১৫ আগষ্টে যখন বঙ্গবন্ধুর র্দীঘদিনের রাজনৈতিক সহর্কমীরা খুনী মোস্তাকের মন্ত্রীসভায় যোগ দেয় তখন খুনী ফারুক, রশীদ, ডালিম গং এর পক্ষে শাফায়াত জামিল'কে অন্ধ মুজিব ভক্ত, একরোখা বলে মনে করাটাই স্বাভাবিক। বীর মুক্তিযোদ্ধা শাফায়াত জামিল বীর বিক্রম, ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রাবস্থায় ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সর্মথক ছিলেন এবং ফজলুল হক হলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে নিব্বাচনে প্রতিদন্ধিতাও করেছিলেন।

১৫ আগষ্ট সকালে সামরিক গোয়েন্দাদের ব্যর্থতার(!) ফলে (যার মূল দ্বায়িত্বে ছিলেন, পাকিস্তান প্রত্যাগত অফিসারগন) সময়মত কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয় নাই, এটাই র্নিমম সত্য। সংগঠিত ট্যাংক ও আর্টিলারী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য যে নূন্যতম সময়ের প্রয়োজন তা ৪৬ ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেডের হাতে ছিল না।

পাদটীকাঃ পাকিস্তানে সাবেক প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ ছিলেন, শাফায়াত জামিল এর কোর্সমেইট। খালেদ মোশাররফ ছিলেন ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদে ছাত্রলীগের পক্ষে নিব্বাচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক। সেই সংসদে ভি পি ছিলেন, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও জি, এস ছিলেন মওদুদ আহমেদ! তাই বোধহয় খালেদ মোশাররফ বলেছিলেন, পরিস্থিতি সর্ম্পূন ঘোলাটে, কে শত্রু কে মিত্র বলা মুশকিল!

তথ্যসূত্রঃ

১। এক জেনারেলের নীরব সাক্ষ্য, স্বাধীনতার প্রথম দশক; মেজর জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী
২। বাংলাদেশঃ রক্তাক্ত অধ্যায় ১৯৭৫-৮১; ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেন
৩। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ রক্তাক্ত মধ্য-আগষ্ট ও ষড়যন্ত্রময় নভেম্বর, কর্নেল শাফায়াত জামিল
৪। তিনটি সেনা অভ্যূথান ও কিছু না বলা কথা; লে. কর্নেল এম. এ হামিদ
৫। বাংলাদেশঃ আ লেগেসী অফ ব্লাড; এন্থনী ম্যাসকারেহান্স
৬। বাংলাদেশঃ দ্য আনফিনিসড রেভ্যূলেশান; লরেন্স লিফসূল্যজ
৭। বঙ্গবন্ধু হত্যাঃ ফ্যাক্টস এন্ড ডকুমেন্টস; অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

নাজমুল আহসান শেখ, সিডনী ১৪ আগষ্ট ২০১১ victory1971@gmail.com